রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ২৩, ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৯ মাঘ, ১৪২৮ মোতাবেক ২৩ জানুয়ারি, ২০২২

নিম্নলিখিত বিলটি ০৯ মাঘ, ১৪২৮ মোতাবেক ২৩ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০৩/২০২২

জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।—জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) একজন চেয়ারম্যান;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলার মোট উপজেলার সমসংখ্যক সদস্য; এবং

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত সদস্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (নিকটবর্তী পূর্ণ সংখ্যায়) নারী সদস্য।"।

মূল্য : টাকা ৮.০০

৩। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর প্রান্তস্থিত ":" কোলন চিহ্নের পরিবর্তে " ।" দাড়ি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং শর্তাংশটি বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) প্রত্যেক জেলার অন্তর্ভুক্ত সিটি কর্পোরেশন, যদি থাকে, এর মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সমন্বয়ে উক্ত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হইবে।

(২) সদস্য নির্বাচনের নিমিত্ত গঠিত প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য একটি পৃথক ভোটার তালিকা থাকিবে।"।

৫। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(২ক) সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পৌরসভার মেয়র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এর প্রতিনিধি পদাধিকারবলে পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহাদের কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।"।

৬। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনে নূতন ধারা ৩৭ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**৩৭ক। বার্ষিক প্রতিবেদন।**—পরিষদ প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহার সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।"।

৭। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর—

(১) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "একজন সচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(২) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) পরিষদ উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৮। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে," শব্দগুলি ও কমার পর "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে," শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

৯। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৮২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৮২। **প্রশাসক নিয়োগ।**—(১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোনো জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রশাসক জেলা পরিষদের কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

(২) কোনো জেলা পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে এবং পরবর্তী পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার, একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তাকে প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) প্রশাসক পদে কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব পালনের সময়কাল এবং উক্ত পদ হইতে তাহার অব্যাহতি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।"।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) অনুযায়ী পার্বত্য ৩টি জেলা পরিষদ ব্যতীত দেশের ৬১টি জেলা পরিষদ পরিচালিত হয়। আইনটি পরবর্তীতে জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৪ নং আইন) অনুযায়ী সংশোধন করা হয়।

(খ) জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) অনুযায়ী জেলার আয়তন, জনসংখ্যা, উপজেলার সংখ্যা ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল জেলা পরিষদে সমসংখ্যক মোট ২১ জন সদস্য রয়েছে। কিন্তু, বৃহৎ আয়তনের তুলনায় ক্ষুদ্র আয়তনের জেলা পরিষদসমূহে রাজস্ব আয়ের সংস্থান খুবই কম। ফলে ক্ষুদ্র আয়তনের জেলা পরিষদসমূহের পক্ষে সদস্যদের সম্মানী পরিশোধ ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান সম্ভব হয় না। এ সমস্যা হতে উত্তরণকল্পে প্রত্যেক জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(গ) জেলা পরিষদসমূহকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে জেলা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় সুসংহত করা প্রয়োজন।

(ঘ) বিদ্যমান আইনে জেলা পরিষদসমূহের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর শেষ হওয়া সত্ত্বেও নতুন পরিষদ ১ম সভায় মিলিত না হওয়া পর্যন্ত, পূর্বের পরিষদ দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ শর্তটি সংশোধনক্রমে মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে পরবর্তী নতুন পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৩.১০.২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪২৩.৩৫.০০৩. ১৫.৮৫ নং পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা পরিষদের 'সচিব' পদের নাম পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

(চ) বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে **'জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২২'** শীর্ষক বিল মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হলো।

মোঃ তাজুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

তন্দ্রা শিকদার
অতিরিক্ত সচিব (আইপিএ)।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.